মান আর হুঁশ

অরবিন্দ সিংহ

একদিন আমার কাজের ঝি-টা জিজ্ঞেস করছে,"বাবু, দিদি স্কুলে যখন যান, তখন ওখানকার ছেলে মেয়েরা বলে, দিদিমণি, আর আপনি যখন কলেজে যান, তখন আপনি স্যার। সেই রকম আমি এখানে কাজের ঝি। কিন্তু যখন আমি বাড়ী ফিরে যাই, তখন কেন আমি নিজেকে বিচার করতে পারি না, আমি কে ?" আমি তখন অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, "কেন?" সে তখন বললো, "একদিন কাজের শেষে দয়াকরে যদি আমার সাথে একবার যান, তাহলে নিশ্চয় আপনি বলতে পারবেন। আপনারা হলেন জ্ঞানী গুণি মানুষ।" অনুরোধে একদিন সাড়া দিয়ে ওর সাথে বেড়িয়ে পড়লাম। গিয়ে দেখছি, ও যখন তার ঝুপড়ি ঘরটায় ঢুকতে যাচ্ছে, এমন সময় তার দুটো বাচ্ছা মেয়ে 'মা মা' বলে ছুটে এসে মায়ের কাছ থেকে বাসী খাবারগুলি নেওয়ার জন্য অস্থির করে তুলছে। ঠিক একই সময় তার বাড়ীর কুকুরটাও ঢুকছে, আর ঝুপড়ির পেছন থেকে বাচ্চাগুলি বেড়িয়ে আসছে, মা কুকুরটা বমি করে দিল। তখন বাচ্চাগুলি হাকুস পাকুস করে বমিগুলি চিবিয়ে খেতে শুরু করলো। হঠাৎ দেখি, ঝুপড়ির পাশের ড্রেন থেকে একটা ধেড়ে ইঁদুর মুখে একটা বাসী রুটি নিয়ে দ্রুত ঢুকে গেল। আর ঝুপড়ির ভেতরটায় চোখ পড়তে দেখি, একটা বিড়ালী তার বাচ্চাদের মাতৃত্বের সমস্ত দানগুলি উজাড় করে দিচ্ছে। এমন সময় সন্ধ্যা জিজ্ঞেস করলো, "বাবু এবার নিশ্চয় বলতে অসুবিধা হবে না?" আমি আমার সমস্ত কর্মজীবনের সঞ্চিত ভাণ্ডার হাতড়েও কোন উত্তর পেলাম না। যদি আপনারা পেয়ে যান, তাহলে দয়া করে জানাবেন। ঠিকানা তো রইলই।

অরবিন্দ সিংহ, কোলকাতা